দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 22 OCT 1993 পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৮

114

পাঠকের প্রতিক্রিয়া

সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন চাই

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ড ভাঙ্গা থাকলে কোনো প্রাণী যেমন সোজা সবল হয়ে দাঁড়াতে পারে না, ঠিক তেমনি শিক্ষার আলো এসে কোনো জাতি বা দেশ সুস্থ-সবল-সোজা হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। এ সত্য কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। আমরা দারুণ শিক্ষানুরাগী, এটা সর্বজন স্বীকৃত। স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির বই-পুস্তক অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মনোগ্রামে লেখা থাকে, শিক্ষাই আলো, শিক্ষাই মুক্তির পথ, শিক্ষাই উন্নতির সোপান। এছাড়া বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে শুরু করে কুলি-রিক্সাওয়ালা পর্যন্ত বলে থাকেন, শিক্ষা ছাড়া আমাদের কোনো গত্যন্তর নেই। কিন্তু আজ কোনো কোনো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে কি হচ্ছে? শিক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে ছাত্ররা ছাত্রকে জবাই করছে, অস্ত্রবাজিতে ভরপুর হয়ে ক্যাম্পাস আর হলগুলো প্রায়ই সরগরম হয়ে উঠছে। শিক্ষকরা সন্ত্রাস বন্ধের দাবীতে ধর্মঘট-কর্মবিরতি পালন করছে, মন্ত্রীদের পদত্যাগ দাবী করছে, রাস্তায় ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে মিছিল করছে।

কিন্তু তারপরও বলা যাবে না যে, আমরা শিক্ষানুরাগী নই। শিক্ষকদের বক্তব্যে যেমন সন্ত্রাস বন্ধের আহ্বান থাকে, তেমনি ছাত্রদের অনুরূপ বিবৃতি-ভাষণে সন্ত্রাস নির্মূলের কথা থাকে। দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার। কি সরকারী কি বিরোধী দল, কি বামপন্থী, কি মৌলবাদী, এ দেশে একটি রাজনৈতিক দলও নেই যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নয়। এতদসত্ত্বেও ক্যাম্পাসে বারুদের গন্ধ কিঞ্চিত পরিমাণেও কমেনি। বরং বেড়েছে কয়েকগুণ। ভিসি'র অফিসে হামলা হয়, প্রভোস্টের বাসভবন ঘেরাও হয়। গাড়ি ভাংচুর যেন মামুলী ব্যাপার। ছাত্রী মিছিলে হামলা, গোলাগুলি চলে, ক্লাস বর্জন, পরীক্ষা বর্জন নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। হল দখল, রুমে আগুন দেওয়া যেন কোনো ব্যাপারই না। দেশের নামী-দামী আসামীদের বর্তমান আশ্রয়স্থল বিশ্ববিদ্যালয়ের হল। ছাত্র সংঘর্ষে আহতদের তো হিসেব নেই। স্বাধীনতার ২২ বছরে প্রায় অর্ধশত ছাত্রকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ক্যাম্পাসে অকালে প্রাণ দিতে হয়েছে। কোনো ভিসি তাদের মেয়াদ পূর্ণ করে দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারেননি। কেন এমনটি ঘটছে? জাতির বিবেকের কাছে এই প্রশ্নের কি কোনো জবাব আছে? বিশ্ববিদ্যালয়ে সারা দেশের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনা করতে যায়। দেশের শিক্ষা বাজেটের অধিকাংশই উচ্চশিক্ষা অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় খাতে খরচ হয়। তাহলে সেখানে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, রাজনীতিক আহত-নিহত কেন হবে? কেন-সরকারী সম্পদ অবলীলায় ধ্বংস হবে? গণতান্ত্রিক সরকার এখন ক্ষমতায়। দেশের সর্বত্র আইন-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাস কি দেশের প্রচলিত আইনের বাইরে? আজ বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ ক্যাম্পাসগুলো মগের মুল্লুকে পরিণত হয়েছে। সেখানে জানমালের কোনো নিরাপত্তা নেই, জনমতের তোয়াক্কা নেই। কথায় কথায় বোমা-ককটেল ফোটানো হচ্ছে, রাইফেলের গুলী ছোঁড়া হচ্ছে, রামদা, হকিস্টিক, কুড়াল, ছোরা আর পিস্তলের আগমনে হলগুলি সয়লাব। এই অবৈধ সাজ-সরঞ্জাম এই পবিত্র স্থানে কেন? কারা এগুলি এই জ্ঞানপীঠে প্রবেশ করাচ্ছে, আর কারাই বা এগুলির নিয়ন্ত্রণ করছে? এটা অবশ্যই গভীরভাবে খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে।

বিগত সংসদ নির্বাচন বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। নির্বাচনের রায়ের প্রতি কি সন্ত্রাসকারীদের কোনো শ্রদ্ধা নেই? ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে যারা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সমর্থন করেন তারা কি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে গোটা দেশ থেকে আলাদা মনে করেন? নয় বছরের স্বৈরশাসন নির্বাচনের প্রতি দেশের মানুষের আস্থা নষ্ট করে দিয়েছিল। আইন-শৃংখলা ও মূল্যবোধের ব্যাপারে মানুষ হতাশ হয়েছিল। শিক্ষাঙ্গনে হানাহানি ও অতর্কিত বন্ধ ঘোষণা নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। তখন ছাত্র-শিক্ষক, রাজনীতিক সকলে তার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, আন্দোলন করেছেন। কিন্তু এখন নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠি জনগণের সরকার। তাহলে কেন শিক্ষাঙ্গনে পুরনো কায়দায় এখন সন্ত্রাস চলবে? ক্ষমতায় নেই বলে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে হবে, রাজনৈতিক ময়দানে পথের কাঁটার জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দিতে হবে, এ কেমন নীতি? এতে মানবতা বা সভ্যতার কোনো নিদর্শন আছে কি? দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠগুলোয় এ নৈরাজ্যজনক দুরবস্থা চলতে থাকলে জাতির ভবিষ্যৎ বড়ই অন্ধকার। আমাদের কর্ণধারদের প্রয়োজন যথাশীঘ্র কর্মক্ষম যুবসমাজ তৈরী করা।

জাহাঙ্গীর হোসেন
SECURITY DEPARTMENT
K.F.U.P.M
DHAHRAN-31261
K.S.A.